পন্ডিত মশাই এর প্রশ্ন

কয়েক দিন কানের মধ্যে একটা অস্পষ্ট বকুনির আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। ঠিক যখন কলেজের দু নম্বর গেট দিয়ে ল্যাবের দিকে এগোতে থাকি তখন এটা বাড়ে আর নিম ঝিলের কাছে সেটা কমে যেতে থাকে। এটা সারারাত আমায় অস্বস্থিতে ভোগাচ্ছে। ভাবলাম যে এটা একটা নতুন ধরনের বুড়ো বয়সের রোগ। কতই তো নিত্য নতুন রোগের আবির্ভাব ও তার আবিষ্কার হচ্ছে আর কোনো ভালো গবেষক ডাক্তার বাবুর হাতে পড়লে এটাও একটা নতুন সিন্ড্রোম নিয়ে বাজারে নাম করতে পারে। এ ভাবেই দিন কয়েক কেটে যাবার পর একদিন কলেজের গেট দিয়ে আমার ল্যাবের দিকে যাবার পথের বাঁ দিকে যে সবুজ কালো গ্রানাইট পাথরের মুর্তিটা আছে সেদিকে চোখ পড়তেই থমকে গেলাম। পরিষ্কার শুনতে পেলাম ," গত কয়েক দিন ধরে তোমায় কিছু বলতে চাইছি আর তুমি না শুনে পাস কাটিয়ে চলে যাচ্ছো ?" আমতা আমতা করে বলে ফেললাম, " আমাকে বলছেন মাশ্টার মশাই ?" আমার পুরোনো শিক্ষকদের কথা মনে আছে তাই স্যার বললাম না কারন পরাধীন ভারতের শিক্ষকদের স্যার বলে সম্ভোধন করলে তাঁদের ভীষন ভাবে চটে যেতে দেখেছি। আমায় দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে এক ফ্যাকাশে হাসি হেসে বলে উঠলেন, "আবার এ মাসের শেষে আমার জন্মদিনে একটা মালা পরাবে , কৃতজ্ঞতা জানাতে, এদিকে তো শিক্ষার বারোটা বাজিয়ে দিলে" আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলে ফেললাম, "আমি একা কিছুই করিনি তবে সবাই মিলে এটা করে ফেলেছি মাশ্টার মশাই, তাছারা আপনারা বিশ্ব সম্রাজ্ঞীর অধিনে কাজ করেছেন আর এখন আমরা অবারিত কাজের চাবিকাঠি পেয়ে গেছি,এখন আমরা সবাই রাজা, মানে কেও রাজা নই তাই যা মনে করি তাই করি "।উত্তর শুনলাম, " বেশ, রাতের নিরিবিলিতে তোমার সঙ্গে কথা বলবো তবে আমার পন্ডিত মশাই সম্ভোধন ভালো লাগে" ।

সেদিন রাত্রে ল্যাবের কাজ সেরে হাটতে হাটতে সেই মূর্তির পাসে আসতেই শুনলাম, " কথা রেখেছো দেখছি, আগে অনেককে বলার চেষ্টা করেছি কিন্তু তারা আসেনি" উত্তরে বললাম,"বলুন পন্ডিত মশাই আমি শুনতে এসেছি আপনার কথা"।তিনি বলে উঠলেন,"যা মনে করি তাই করি এই কাজের ধরনটি কি রকম ? শিক্ষা ক্ষেত্রে বড় সাহেবই তো ব্যবস্থাগুলির তদারিকি করে থাকেন ,একটু বুঝিয়ে বলো তো ?" ভয়ে ভয়ে বললাম, " না পন্ডিত মশাই এখন আমরা প্রজাত্রন্ত্রে বিশ্বাস করি, এখন রাজা নেই, আছে শুধু প্রজা আর তাদের চালিত করার জন্য পার্টি ব্যবস্থা"। তিনি জিজ্ঞেস করলেন-এর সঙ্গে শিক্ষার সমন্ধ কি,তার তো সোজাসুজি ব্যবস্থা আছে ।আমি অসহায় ভাবে বলে উঠলাম," খুবই খারাপ লাগছে তবে এখন যেটা ঘটছে তা রূপক করে কয়েকটি উধাহরন দিলেই আপনি বুঝতে পারবেন।তাঁর সম্মতিতে আমি বলে চললাম," ধরুন এক বিশ্ববিদ্যালয়ের আক্ষরিক ভাবে সর্বময় কর্তা চ্যান্সেলার আর তিনি সাধারনত রাজ্যের রাজ্যপাল হয়ে থাকেন।সারা জীবন এক পার্টি লাইনে থাকার পর অনেকটা পেনসেনের মত এই পদ তিনি পেয়ে থাকেন। আর ঠিক তাঁর পরের কর্তা ভাইস চ্যান্সেলারের নিযুক্তি রাজ্যের পার্টি করে থাকেন।একটা যোগ্য লোক খোঁজার কমিটি হয়ে থাকে।সেটা রাজ্যের মন্ত্রী ও আমলারা ঠিক করেন আর সেই কমিটিতে মন্ত্রী মহাশয়দের পরিচিত জনেরা থাকেন তাই সবটাই পার্টি ঠিক করে"।উত্তরে পন্ডিত মশাই বলে উঠলেন যে সেটা হলেও খুব খারাপ হওয়ার কথা নয় কারন সব পার্টিতেই শিক্ষিত ব্যক্তিরা থেকে থাকেন।আমি ভয়ে ভয়ে বলে উঠলাম যে সেটা ঠিক কথা তবে যে ভাবে আপনাদের সময়ে মত পার্থক্য থাকলে আপনারা সরে দাঁড়াতেন এখন কিন্তু সেটা হয়না।তিনি একটু খুলে বলতো বলাতে বলে ফেললাম," আপনাদের সময় কলেজের ভালো করার মত পার্থক্যে আপনি ইস্তফা দিয়েছিলেন ও রসময় দত্ত মহাশয় তাঁর চিন্তাকে সাকার করার চেষ্টা করেছিলেন। পরে আপনি সুযোগ

পেয়েছিলেন শিক্ষা ব্যবস্থাটা আপনার মত করে করতে।আপনাদের দুজনেরই ইচ্ছা ছিলো শিক্ষা ব্যবস্থাটা ভালো করতে। কিন্তু এখন পন্ডিত মশাই সেরকমটি হয় না । আপনারা আপেক্ষিক তত্ব জানতেন না আর আমরা সেই তত্ব আবিষ্কারকের থেকেও ভালো ভাবে ব্যবহার করতে শিখে গেছি তাই এক পার্টির শিক্ষা বিষয়ে মতবাদ অন্য পার্টির তাত্বিক আলোচনায় ধুলিস্যাত।পন্ডিত মশাই উদ্বেগের সঙ্গে বলে ওঠলেন-"কিন্তু যেটা ভালো সেটা তো একক ও সবারই তা গ্রহন করা উচিত"।ফ্যাকাশে হেসে আমায় বলতে হলো," আপনার 'গোপাল অতি সুবোধ বালক' লাইনটির আপেক্ষিক তত্ব অনুসারে অধুনা ভারতের পাঁচটি পার্টির শিক্ষা নবিশেরা পরিবর্তনের সিফারিস করেছেন আর তাদের যুক্তিগুলি আমি বলে যাচ্ছিঃ গোপাল নামটির পরিবর্তে অন্য নাম কয়েক বছরের জন্য ব্যবহৃত হোক । পন্ডিত মশাই আর্ত চিৎকার করে উঠলেন, "গোপাল কি দোষ করলো ?" উত্তরে আমায় বলতে হল যে আমরা তো সেকুলার তাই অনেকের ব্যক্তব্য যে কিছু নুতন এডিসনে গোপাল নামটির বদলে অন্য নাম যেমন রহিম, গুড্ডু করতে হবে । আবার 'সুবোধ' কথাটি বড় সেকেলে তাই নতুন প্রজন্মের জন্য এই শধ্দটির আধুনিকিকরন দরকার ।এখন স্কুলের ব্যাগে আপনার সহজ পাঠ বইয়ের সঙ্গে একটি মোবাইল হ্যান্ড সেটও থাকে।ছোট ছেলে মেয়েরা এখন এক আন্তর্জাতিক ভাষার মাধ্যমে লেখাপড়া শিখছে আর সেখানে 'সুবোধ' শব্দটি প্রায়ই ব্যবহিত হয়না তাই এই শব্দটির পরিবর্তে এক সর্ব ভারতীয় শব্দ ষেমন 'আচ্ছা' শব্দটিকে ব্যবহারের জন্য জোর দেওয়া হচ্ছে । 'আচ্ছা' শব্দটি প্রত্যেক বঙ্গবাসী বা বৃহত্তর ব্যবহারে পুরো ভারতবর্ষ এমনকি ওপার বাংলাও ব্যবহার করে থাকে । পন্ডিত মশাই নিজের মনেই বলে উঠলেন," এত প্রগতিশীল দুরগামী পরিবর্তন !" আমি কিন্তু কিন্তু করে বলে উঠলাম," আরো আছে পন্ডিত মশাই , রাজা রাম মোহন ও আপনি নারী জাতির কল্যানকারী পরিবর্তন এনেছিলেন আর আমরা আপনাদের উত্তরসুরী তাই অনেক সেমিনারের বক্তব্য যে আপনার 'গোপাল অতি সুবোধ বালক' বাক্যটির আর একটি শব্দের পরিবর্তন জরুরী ও সেটা হচ্ছে 'বালক' । এই শব্দটির লিঙ্গ পরিবর্তন অত্যন্ত জরুরী আর প্রত্যেক পার্টি এ বিষয়ে একমত ।" এক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পন্ডিত মশাই বলে উঠলেন " এখন বুঝতে পারলাম দেশের শিক্ষার বিবর্তন । আমি আর তোমায় বিরক্ত করবো না, তোমরা মন্থন চালিয়ে যাও পরিশেষে এরও এক স্থির স্থিতি আসবে তবে এই মাঝের সময়ের ছেলে-মেয়ে গুলির অবস্থা ভেবেই শংকিত হচ্ছি । ডাক্তাররাও আজকাল ইঁদুর বা গিনিপিগের ওপর তাঁদের নতুন আবিষ্কারের প্রয়োগ অতি সতর্কতার সঙ্গে করে থাকে যাতে অপ্রজনীয় প্রান নাশ কম করা যায় আর তোমরা অনেক মানে শত শত কোটি তাই বলে এ ধরনের প্রয়োগ অমার্জনীয় অপরাধ ।" আমি পন্ডিত মশাই ,পন্ডিত মশাই দুবার বলে মূর্তির দিকে তাকালাম কিন্ত কোনো জবাব পেলাম না আর পেছনে দেখলাম কিছু সেন ও শীল হষ্টেলের ছেলেরা দাঁড়িয়ে আছে আমি তাদের দিকে তাকাতেই তারা বলে উঠলো," বিদ্যাসাগর মশাইএর জন্ম দিনে পরানো মালাগুলো যা এখন শুকিয়ে গেছে তা দেখছেন স্যার? ওগুলো সময়ের সঙ্গে ঝরে পড়বে আর আবার জন্মদিনে তিনি নতুন মালা পরবেন"। ফ্যাকাশে হেসে ঠিক বলেছ বলে আমি বাড়ীর দিকে রওনা হলাম আর সেদিন থেকে আমার ঘুমের রোগ মুক্তি হোলো।

সব্যসাচী সরকার